সমকাল

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পিকনিক বাস দুর্ঘটনায় নিহত ৭ শিক্ষার্থীর দাফন

শোকে বিহ্বল বেনাপোল

যশোর অফিস

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেনাপোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষার্থীর লাশ এসে পৌঁছালে বেনাপোলজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। গতকাল সকাল থেকেই বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এক নজর দেখার জন্য নিহতদের বাড়িতে ভিড় জমায়। হাজারো মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানায় সাত সোনামুখের। আহাজারি আর নানা স্মৃতির কথা বলতে বলতে স্বজনরা বিলাপ করে কাঁদতে থাকেন। শুধু স্বজন কিংবা সহপাঠীদের আর্তনাদ নয় শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমবেদনায় শোকে ভারী হয়ে উঠে গোটা এলাকা।

আজ সব স্কুলে শোক ও বিশেষ দোয়া

চৌগাছা ট্র্যাজেডিতে আজ দেশের সব বিদ্যালয়ে শোক প্রকাশ ও বিশেষ দোয়া করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় সংগীতের পর ক্লাস শুরুর আগে এ কর্মসূচি পালন করা হবে। এ ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে যশোরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালিশ ইয়ার্মামনকে প্রধান করে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যশোরের চৌগাছা-মহেশপুর সড়কের কাঁসবিলার ঝাউতলায় শনিবার রাতে একটি পিকনিক বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেলে এই সাত শিক্ষার্থী নিহত হয়। যশোরের শার্শা উপজেলার গাজীপুর (বেনাপোল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গত শনিবার মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে পিকনিকে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে ঐ ঘটনায় বেনাপোল পৌরসভা তিনদিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। গতকাল এ পৌর এলাকার সব বিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ ছিল। নিহতরা হলো- বেনাপোলের ছোট আঁচড়া গ্রামের সৈয়দ আলীর দুই মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়া (১০) ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী জেবা আক্তার (৮), ইউনুস আলীর মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী মিথিলা (১০), রফিকুল ইসলামের মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী রুনা আক্তার মীম (৯), লোকমান হোসেনের ছেলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শান্ত (৯), গাজীপুর গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সালমান হোসেন (১০), নামাজ

বেনাপোল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

বেনাপোল : শোকে বিহ্বল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামের ইসমাইল আলীর মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী স্বাতি (১১)। এদিকে গতকাল বেলা ২টায় বেনাপোল বর্ডারে নিহতদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় যশোরের ডেপুটি কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান মিনু এবং বিএনপি শার্শা উপজেলা সভাপতি খাইরুজ্জামান মধু, আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল হক, মন্জুসহ হাজার হাজার মানুষ জানাজায় অংশ নেন। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে আসেন শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি শ্যামল কান্তি সরকার ও যশোরের পুলিশ সুপার জয়দেব কুমার ভদ্র, বেনাপোল পৌর মেয়র আশরাফুল আলম লিটন প্রমুখ। জানাজা শেষে নিহতদের লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

চৌগাছা পুলিশ গভীর রাতে উদ্ধারের পর লাশ বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। রাত ২টায় বেনাপোলে লাশের গাড়ি পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সেখানে নিহতদের এক নজর দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন। তারা কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি।

এদিকে উদ্ধারকৃত আহত ৩৯ জনের মধ্যে ১১ জনকে চৌগাছা হাসপাতাল থেকে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরে যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। চৌগাছা হাসপাতাল থেকে সরাসরি আরও চারজনকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয় আহতদের ঢাকা নেয়ার জন্য।

শিক্ষামন্ত্রীর শোক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যশোরের চৌগাছায় শিক্ষা সফরের বাস খাদে পড়ে ৭ শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রী আহতদের চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে যশোরের সিএমএইচ কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারের সঙ্গে কয়েকদফা খোঁজখবর নিয়েছেন ও আলোচনা করেছেন। তিনি যশোরে অবস্থানরত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের সঙ্গেও একাধিকবার যোগাযোগ করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিহত ও আহতদের

বিস্তারিত সর্বাক্ষ ক্রমশ